Haji Muhammad Mohsin Government High School *(Since 1874)*

Sreerumpur, Rajpara, Rajshahi 6000

Class 9

April 13, 2020

অনলাইন প্রস্তুতিমূলক শ্রেণি কার্যক্রম-১

নবম-দশম শ্রেণি

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

১ম অধ্যায় (পূর্ব বাংলার অন্দোলন ও জাতীয়বাদের উত্থান)

পরিচ্ছেদ: ১.২: বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে রাজনৈতিক আন্দোলন

পাঠ:

- পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী ছিল সমগ্র পাকিস্তানের অর্ধেক। প্রায় ৫৬ শতাংশ।
- পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কুক্ষিগত করতে তৎপর থাকে-

  *রাষ্ট্র পরিচালনায় *প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে *অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগে
- বাঙালি তথা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অধিকার-বঞ্চনা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলো সচেতন হতে থাকে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে থাকে কিছু রাজনৈতিক দল।
- ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-

  সভাপতি- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

  সাধারণ সম্পাদক- শামসুল হক

  যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- শেখ মুজিবুর রহমান
- নির্বাচন কমিশন ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। পূর্ব বাংলার সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য জোট গঠন করে। এটিই যুক্তফ্রন্ট যার সদস্য দল-

  *কৃষক-শ্রমিক পার্টি *আওয়ামী মুসলিম লীগ

  *গণতন্ত্রী দল *নেজামে ইসলাম
- নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা এবং ইশতেহার ছিল ২১ দফা। ২১ দফার প্রধান বিষয় ছিল-

  *বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান *মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

  *জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ *পাটশিল্প, পাটব্যবসা জাতীয়করণ

  *কৃষির বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ *কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন

  *বাংলা ভাষার গবেষণা ও সাহিত্যের চর্চাকে প্রাধান্য দান

- নির্বাচনে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে।

১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের আসন প্রাপ্তির ছক				
সর্বমোট আসন	মুসলিম আসন	যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্তি		
		যুক্তফ্রন্ট	স্বতন্ত্র	মোট
৩০৯	২৩৭	২১৫	৮	২২৩

পাঠ:

- পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এই ৫টি ছিল পাকিস্তানের প্রদেশ। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভড়াডুবিতে শঙ্কিত হয়ে শাসকগোষ্ঠী অন্য প্রদেশগুলোর নির্বাচন স্থগিত করে দেয়।
- মূখ্যমন্ত্রী এ.কে.ফজলুল হক ও ১২ জনকে নিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা।

- এই মন্ত্রিসভা অবশ্য বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। আদমজীতে সংঘটিত দাঙ্গা এবং পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা হবে বলে কলকাতায় 'শেরে বাংলা'র কথিত ঘোষণা প্রভৃতির অজুহাতে ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা হয়। একই সাথে পূর্ব বাংলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১২-ক ধারা জারি করে গবর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। গবর্নর পদে নিযুক্তি দেয়া হয় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে। এর মধ্য দিয়ে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সে রাজনীতিরই বাস্তবায়ন ঘটেছিল, যার কারণে প্রতিষ্ঠাকালেই পাকিস্তান থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছিল।

(উৎস: বাংলাপিডিয়া)

অনুশীলন:

জ্ঞানমূলক অংশ

১. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী?
২. যুক্তফ্রন্ট কী?

অনুধাবনমূলক অংশ

১. 'আওয়ামী লীগ' দলটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিভাবে?
২. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়?
৩. যুক্তফ্রন্ট কে কেন জনগণ সমর্থন করেছিল? ব্যাখ্যা করো।
৪. ২১-দফা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত রূপ- ব্যাখ্যা করো।
৫. যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন স্থায়িত্ব পায়নি কেন?

ড.শাফিয়া আফরোজ সরওয়ার